ভূগোল

তিউনিসিয়া

ভূমধ্যসাগরের পাড়ে দাঁড়ানো উত্তর আফ্রিকার এই দেশের পশ্চিমে রয়েছে আলজিরিয়া আর দক্ষিণ পূর্বে লিবিয়া। উত্তর আর পূর্বদিক ঘেরা রয়েছে ভূমধ্যসাগর দিয়ে। গ্রীষ্মে দুর্দান্ত গরম আর শীতে বৃষ্টি ও হালকা ঠান্ডা, এই তার আবহাওয়া। উত্তরের পাহাড়ি এলাকা তার আস্তে আস্তে নিচু হয়ে নেমে এসে উষ্ণ এক কেন্দ্রিয় সমতলভূমি পার হয়ে দক্ষিণে সাহারা মরুভূমিতে মিশেছে।

কিন্তু প্রকৃতির এমন কঠোরতা সত্ত্বেও এ দেশে প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ বসবাস করে এসেছে, আর এ দেশের দখল নিয়ে কত যে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তিউনিসিয়ার ইতিহাস খুব প্রাচীন। এর আদি বাসিন্দারা ছিল ‘বর্বর’ উপজাতির লোক। এখনও তার জনতার শতকরা আটানব্বই ভাগই হল আরব কিংবা আরব সংস্কৃতিতে দীক্ষিত ‘বর্বর’ উপজাতির মানুষ। এই ‘বর্বর’রা শেল্হা নামের ‘বর্বর’ভাষায় কথা বলে।

ফিনিশিয়রা খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দি থেকে এ দেশের উপকূলে বসবাস করে এসেছে। সমভবত তাদের দেবী তানিথ-এর নাম থেকে তিউনিসিয়া শব্দটা এসেছে। এর পর একসময় এই ভূখণ্ডটি কার্থেজের দখলে আসে। ১৪৯ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে রোমানরা এর দখল নেয়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দিতে ‘ভ্যান্ডাল’রা এর দখল নেয়। পরের শতাব্দিতেই অবশ্য রোমানরা ফের এই ভূখন্ডকে নিজেদের দখলে ফিরিয়ে নিতে পেরেছিলো। অষ্টম শতকের সূচনায় আরব মুসলমানদের দখলে আসবার পর থেকে এই এলাকার উন্নতির শুরু। সে সময় তার নাম ছিল ইফ্রিকিয়া। এর পর এক দীর্ঘ সময় ধরে নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে এই দেশ। কখনো ‘বর্বর’দের বিদ্রোহ তো কখনো বানু হিলাল নামের বেদুইনদের আক্রমনে বসতির পর বসতি মরুভূমি হয়ে যাওয়া। ১২শ শতকে সিসিলির নর্মানরাও কিছুদিন এ দেশের উপকূলভাগ নিজেদের দখলে রেখেছিলো। এরপর আলমোহাদ খালিফাদের শাসনে বেশ কিছুকাল থেকে শেষমেষ তিউনিসিয়া ফের ‘বর্বর’দের অধীনে আসে। তাদের থেকে এ দেশের দখল নেয় তুর্কি অটোমানরা। ১৮৮৩ সালে ফরাসীরা এসে তিউনিসিয়ার দখল নিয়ে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ড, আমেরিকার মিলিত মিত্রশক্তির সঙ্গে ইতালি, স্পেন জার্মানির অক্ষশক্তির যুদ্ধের এক প্রধান রঙ্গমঞ্চ ছিল এই তিউনিসিয়া। এখানেই অক্ষশক্তির ধুরন্ধর সেনাপতি রোমেল পরাজয়ের স্বাদ পান।

বহুযুগের পরাধীনতা ও বিভিন্ন জাতির হাতের পুতুল হয়ে থাকার ইতিহাসকে শেষ করে ১৯৫৬ সালের ২০শে মার্চ তিউনিসিয়া স্বাধীনতা পায় হাবিব বোর্গিবার নেতৃত্বে। তিনি ১৯৮৭ সাল অবধি রাষ্ট্রপ্রধান থাকবার পর স্বাস্থ্যের অজুহাতে তাঁকে সরিয়ে গদি দখল করেন জয়নাল আবেদিন। এ বছর দেশজোড়া আন্দোলনের মুখে পড়ে তিনি পালাবার পর বেজি কাই এসেবসি সে দেশের নতুন রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছেন মার্চ মাস থেকে। উপস্থিত জয়নাল আবেদিনের নামে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে সেই দেশ। যুগান্তকারী 'আরব বসন্ত' আন্দোলনের সূচনা হয়েছে এই দেশেই। ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকেনি। তিউনিসিয়ার উদাহরণ নিয়ে বিপ্লব শুরু হয় মিশরে, লিবিয়ায় ও অন্যান্য দেশেও। মিশরের শাসকও ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন।

কিছু তথ্য

রাজধানীর নাম তিউনিস।

সরকারী ভাষা আরবি।

জনসংখ্যা: এক কোটি পাঁচ লক্ষ। গড় বয়স আঠাশ থেকে ঊনত্রিশ। শতকরা চুয়াত্তর ভাগ জনতা সাক্ষর। প্রত্যেক নাগরিককে এক বছর বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা দিতে হয়।

আয়তন: এক লক্ষ তেষট্টি হাজার বর্গ কিমি। এর মধ্যে জলসেচ পায় মাত্রই ৩৯৪০ বর্গ কিমি জমি। ২১৫৯ কিলোমিটার রেললাইন আছে এই দেশে। রাস্তা আছে ১৯২৩২ কিমি।

এ দেশের শতকরা আটানব্বই ভাগ মানুষ মুসলমান। তবে ধর্মের কড়াকড়ি একেবারে নেই সে দেশে। মানুষ ধার্মিক কিন্তু গোঁড়া নন। অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধা করে চলেন। মেয়েরা সে দেশে খুবই স্বাধীন।

ফুটবল এ দেশের জাতীয় খেলা। ২০০৪ সালে আফ্রিকান লিগ জেতা ছাড়াও গত আটটা ফিফা বিশ্বকাপের মধ্যে চারটেরই মূলপর্বে খেলেছে তিউনিসিয়া।